R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭১শ বর্ষ.
২২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৩০শে আশ্বিন বুধবার, ১৩৯১ সাল
১৭ই অক্টোবর, ১৯৮৪ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ১৩৲ সডাক

জমি একজনের, জলা আরেকজনের : দামোস বিল নিয়ে উভয় সংকট

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি থানার কাবিলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দামোস বিল নিয়ে সম্প্রতি যে সব ঘটনা ঘটেছে এবং যেভাবে রাজনীতির প্রলেপ দিয়ে সেগুলিকে আড়াল করার চেষ্টা হয়েছে, তার মূলে কিন্তু দামোস বিলের উভয় সঙ্কট। যে সমস্যাকে বরাবর আড়াল রাখা হয়েছে সেটি হল দামোসের সিংহভাগ জমি একজনের, আর জলা আরেক জনের। ফরাক্কা ব্যারেজ চালু হওয়ার আগে এই সমস্যা ছিল না। তখন বর্ষার পর বিলের জল শুকিয়ে যেত এবং চাষাবাদ হত। সেই সমস্ত জমির একটা বিরাট অংশের মালিক জিয়াগঞ্জের এক ভদ্রলোক। গোলমালটি বাধে ফরাক্কা প্রকল্প চালু হওয়ার পর ভাগীরথীর ব্যাক ফ্লোতে দামোস যখন থেকে সম্বৎসর জলে পরিপূর্ণ থেকে যায় তখন থেকে অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের মে মাসের পর থেকে। এর ফলে আবাদ বন্ধ হয়ে যায় এবং জমির মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হন। এদিকে বিল যথারীতি ডাক হতে থাকে, সরকারের তহবিলে জলকর জমা হতে থাকে এবং ইজারাদার মাছ ধরতে থাকেন। অপর দিকে জমির মালিককে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না। ফলে তিনি এলাকার কিছু লোককে 'হাত' করে মাছ ধরতে শুরু করেন। বাধা দেয় ইজারাদারের লোকেরা। সরকারের কাছে বন্দোবস্ত নিয়েছে যখন, তখন বাধা দেওয়া স্বাভাবিক। ফলে মাঝে-মধ্যে সংঘর্ষ বাধে উভয় পক্ষে। এবং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার তাগিদে পুলিশও জড়িয়ে পড়ে দামোস সঙ্কটে।

১৩৮৪ বঙ্গাব্দের ডাক অনুযায়ী পঁচাত্তর হাজার টাকা জলকরের বিনিময়ে বিশ বছরের জন্য বিলটি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় কাবিলপুরের মনিরুদ্দিন সেখ এবং কয়েক জনের নামে। এর পরই জলার জাগালদারদের উপর অত্যাচার, মাছ চুরির ঘটনা এবং সংঘর্ষ বাধতে থাকায় পুলিশ হস্তক্ষেপ করে। এমনই এক সংঘর্ষে পুলিশের গুলিতে মফিজুদ্দিন নামে একজন মারা যায়। পুলিশ কিন্তু গুলি ছোঁড়ার কথা স্বীকার করে না। ইজারাদার মনিরুদ্দিন সেখ যেহেতু কংগ্রেস দলের সমর্থক (এখন কাবিলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানও), তাই নিহত মফিজুদ্দিনের সমর্থনে সাগরদীঘির দেওয়ালে দেওয়ালে 'সাগরদীঘি থানা কৃষক সমিতি'র নামে লেখা হয় : 'মফিজুদ্দিনের হত্যাকারী প্রধান মনিরুদ্দিনের গ্রেপ্তার চাই, থানার মেজবাবুর অপসারণ চাই, মেজবাবুর বৈঠকখানা কি কং (ই) এর অফিস' ইত্যাদি ইত্যাদি। এক্ষেত্রেও রাজনৈতিক দলগুলি বিরাট ভুল করে। তারা সমস্যার গভীরে না গিয়ে স্বার্থসিদ্ধি এবং সস্তায় বাজিমাৎ করার উদ্দেশ্যে একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতে শুরু করে। মফিজুদ্দিনের মৃত্যু নিয়েও জল বেশ ঘোলা হয়। শেষ পর্যন্ত সাগরদীঘি পুলিশকে 'স্পেশাল রিপোর্ট' পাঠাতে হয় জেলা পুলিশ সুপারের কাছে। পুলিশ এ ব্যাপারে পাবলিকের বা প্রেসের কাছে মুখ খুলতে একেবারে নারাজ।

শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মহলের মতে, দামোস বিলের সমস্যা যেহেতু জানা সমাধান সেইহেতু অসাধ্য নয়। জমির মালিককে ক্ষতিপূরণ এবং ইজারাদারকে স্বাধীনভাবে মাছ ধরার অধিকার দিলেই শান্তি ফিরে আসবে। ফরাক্কা প্রকল্প এবং সরকারী ব্যবস্থার জন্যই এই সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই উভয় পক্ষকেই রাজনীতির ঊর্ধ্বে দামোস সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে।

রহস্যজনক চুরি, হাসপাতালের ওষুধ ধুলিয়ানের পথে-ঘাটে

ধুলিয়ান : সমসেরগঞ্জ ব্লকের এলাকাধীন অনুপনগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অ্যাম্বুলেন্স গাড়ীটি দীর্ঘদিন যাবৎ অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকার কারণে ওই এলাকার জনগণকে অশেষ কষ্ট ও নানা ভাবে হয়রাণ হতে হচ্ছে। এই হাসপাতাল থেকে কোন রোগী স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন হলে উচ্চহারে গাড়ী ভাড়া করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। ডবলু এম বি ১৯৬নং অ্যাম্বুলেন্সটির ফ্যান ও অন্যান্য দামী পার্টসও নাকি চুরি হয়ে গেছে। আরও প্রকাশ সরকারী গাড়ীর এই জিনিষ চুরির কথা ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার স্থানীয় থানায় ডায়েরী পর্যন্ত করার প্রয়োজন বোধ করেননি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কতিপয় হাসপাতাল কর্মীর সন্দেহ, এই চুরির পিছনে রহস্য রয়েছে। এই হাসপাতালটি ১৫ বেডের। সরকার থেকে প্রতি বছর ১৫টি করে বিছানার চাদর, বেড কভার, মশারী ও দামী কম্বল পেয়ে থাকে। কিন্তু এ হাসপাতালে ইনডোরের রোগীদের বাড়ী থেকে বিছানা, থালা, ঘটি, গেলাস, মশারী ইত্যাদি নিয়ে আসতে হয়। সাধারণ ভাবেই জনগণ প্রশ্ন করছেন, তাহলে সরকারের দেয়া বিছানা-পত্র ইত্যাদি যায় কোথায়? অথচ ধোপার বিল প্রতি মাসেই হচ্ছে। এই হাসপাতালটি নামে মাত্র হাসপাতাল। ওষুধপত্র কিছুই থাকে না। মাঝে মধ্যে অল্প কিছু থাকলেও তার সবটাই বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। হাসপাতালের ষ্টোর রুমের দায়িত্ব কমপাউণ্ডারের হাতে থাকা উচিৎ। কিন্তু তার দায়িত্বে জনৈক ফিল্ড এ্যাসিসটেন্টকে রেখেছেন। ফলে পার্শ্ববর্তী

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হিন্দু নেতা খুন পুলিশী ব্যর্থতায়!

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদের বিশিষ্ট বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা জগদীশ সাহার হত্যাকাণ্ডের পিছনে পুলিশী ব্যর্থতার অভিযোগ উঠেছে। শ্রীসাহা ২ অক্টোবর মহাষ্টমীর দিন সন্ধ্যায় জনকয় দুষ্কৃতকারীর হাতে জলঙ্গী থানার ধনীরামপুরে নির্মমভাবে খুন হন। এই ঘটনায় এ পর্যন্ত ৫জনকে গ্রেপ্তার করা হলেও অভিযোগ জলঙ্গী থানায় তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা চেয়ে জগদীশবাবু বার বার আবেদন করা সত্ত্বেও থানা কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নেননি। ৪৩ বছর বয়স্ক জগদীশবাবু পেশায় ছিলেন একজন মাধ্যমিক শিক্ষক। পরিবারে তাঁর বৃদ্ধ বাবা মা ছাড়াও স্ত্রী ও ৬টি ছেলে মেয়ে রয়েছে। এদিকে জেলা পুলিশ প্রশাসন এই হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে যেন কোথাও কোনো প্রকার গুজব বা অশান্তি না ছড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে থানাগুলিকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

সপ্তাহে চারটি খুন

সাগরদীঘি : ১২ অক্টোবর পাঁচ থেকে দশ তারিখের মধ্যে এই থানার চারটি গ্রামে চারজন প্রাণ হারিয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। ৫ তারিখে জাগালদারি নিয়ে গণ্ডগোলের ঘটনায় সাগর মুরমু নামে একজন গ্রামবাসী খুন হয়েছেন। ৭ তারিখে বেলসণ্ডায় শান্তি ঘোষ নিহত হয়েছেন পুরনো আক্রোশ বশে। তাঁর কাটা মুণ্ড পাওয়া যায়নি। ৯ তারিখে দুই দল গ্রামবাসীর মধ্যে মারামারির একটি ঘটনায় একজন গ্রামবাসী নিহত হয়েছেন। ১০ তারিখে খুন হয়েছেন কাস্তনগরের গৃহবধূ শঙ্করী কর্মকার। শঙ্করীর ভাই শঙ্করীর স্বামীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগে থানায় অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে আশ্বিন বুধবার, ১৩৯১ সাল

।। স্বপ্নসুখ ।।

দুই দেশের সীমান্ত অঞ্চলে প্রহরা যেমনই থাকুক না কেন, কিছু লেনদেন কারবার এবং মানুষের যাতায়াত থাকেই। সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারদ্বয় তাহা অবহিত থাকিলেও কিছুটা যেন ঢিল মনোভাব পোষণ করেন। তবে নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখা হয়, যেন উভয় দেশের নিরাপত্তা বা অপরাপর স্বার্থ কোনও ক্রমে বিঘ্নিত না হয়। এই যে লেনদেনের কারবার এবং জন-যাতায়াত, তাহার অন্যতম কারণ হইতেছে যে, প্রান্তবর্ত্তী মানুষজনের পারস্পরিক পরিচিতি এমনই যে, উহা একরকম আত্মীয় সম্পর্ক পর্যায়ের হইয়া পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ—এই দুই ভিন রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চল অনেক-খানি। অবশ্য পরিস্থিতি এমন ছিলনা। কালের কুটিল গতিতে ও মানুষের বিচিত্র প্রবৃত্তির বশে একই বঙ্গের অঙ্গ দ্বিধা হইয়াছে। তাই আজ এ-পার বাংলা আর ও-পার বাংলা। সীমান্ত অঞ্চলের মানুষে মানুষে কত পরিচিতি, কত প্রীতি-সৌহার্দ্যের বিনিময়, যেহেতু তাঁহারা বংশের পর বংশ ধরিয়া মিলিয়া-মিশিয়া সুখদুঃখের ভাগী হইয়া ছিলেন। একই মাটি-মায়ের সন্তান বলিয়া নিজেদের ভাবিতে অভ্যস্ত ছিলেন। আজ রাজনৈতিকভাবে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইলেও বিচ্ছিন্নতার মানসিক প্রস্তুতি তাঁহাদের অনেকেরই নাই, বিশেষ করিয়া পল্লীগ্রামের মানুষদের। কিন্তু এই বন্ধন কতদিন অটুট থাকিবে কে জানে? কেননা রাজনৈতিক জ্ঞানবৃক্ষের ফল আমরা ভক্ষণ করিয়াছি। সে ফল ভক্ষণের ফল আমাদের অনেকেরই মধ্যে সদ্য সদ্য ফলিয়াছে ; গ্রামের সরল মানুষ-দের মধ্যে ইহার প্রতিক্রিয়া অতি ধীরে হইতেছে।

যাহা হউক, এই উভয় বাংলার সীমান্ত অঞ্চল দিয়া জিনিসপত্র, মানুষ-জন চলাচল রীতিমত বহাল আছে। নুরপুর, মিঠিপুর, লালগোলা প্রভৃতি স্থান এই হিসাবে উল্লেখ্য। মানুষের তৃতীয় রিপুর তাড়না এই সব অঞ্চলের মানুষকে এই কর্মে আরও ত্বরান্বিত করিয়াছে। তাই আজ অবৈধ মাল চলাচল এবং মানুষের অবৈধ আনা-গোনাকে কেন্দ্র করিয়া এক বিরাট কারবারের জাল বিস্তৃত হইয়াছে। সীমান্তে প্রহরা রহিয়াছে ঠিকই। কিন্তু সেই প্রহরাকে বশীভূত করিবার ক্ষমতা (?) যেমন কারবারীদের আছে, বশীকরণের সম্মোহনীতে সম্মোহিত হইবার মত দুর্বল মনও তেমনি আছে। সুতরাং কারবারের ফলাও আকার এবং দৈনন্দিন ব্যবসায় অব্যাহত। ইহারই ফলশ্রুতি একশ্রেণীর (উভয় বাংলারই) মানুষের হাতে অপরিমেয় অর্থগমন। সুতরাং সেই অর্থ দিয়া বহুবিধ কর্ম অনুকূল বা প্রতিকূল, করিতে মানুষের কোন দ্বিধা নাই। তাই জিনিসপত্র যথেষ্ট অগ্নিমূল্য পাচারের কল্যাণে, লোকদেখান হিসাবে যদি বা 'স্মাগলার' আখ্যা দিয়া কখনও কখনও বমাল মানুষ ধরা হয়, অজ্ঞাত কারণে তাহার মুক্তিলাভও ঘটে ; কারবার পুরাদমে চলে।

এমন ক্রিয়াকলাপের একটি বিষ-ময় ফল এই হইয়াছে যে, সীমান্ত অঞ্চলে বে-আইনী আগ্নেয়াস্ত্র আজ যথেষ্ট সুলভ। প্রকাশ্যভাবে ঐসব আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার যে হয় না, এমন নহে। অবৈধ মালপাচারে দেশের সার্বিক স্বার্থ ক্ষুন্ন না হইয়া পারে না, ইহা ভাবিবার সময় বুঝি আজও আসে নাই? ওপার বাংলার লোক এপার বাংলায় ইচ্ছামত নানা উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়া থাকে, তাহা দেখাও দরকার।

১৩ দফা নিয়ে প্রচার

ফরাক্কা : মুর্শিদাবাদ জেলা কৃষক সমিতির উদ্যোগে গত ২৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৩ দফা দাবীর ভিত্তিতে ব্লকে ব্লকে প্রচারাভিযান সপ্তাহ পালন করা হয়। দাবীগুলির মধ্যে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা, কাজের অধিকার কে সাংবিধানিক স্বীকৃতি, ভূমি সংস্কার ইত্যাদি। গ্রামাঞ্চলে কৃষির উপর গুরুত্বটাই বেশী। গ্রামের কৃষকদের সার্বিক সম্মতি ও ক্ষেত মজুরদের ন্যূনতম মজুরী আজও চালু হয়নি। এখন গ্রামাঞ্চলে জমি-জায়গা নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। বর্গা-অপারেশনের নামে রাজনৈতিক প্রভাবশালী দলের সমালোচনা করে জনৈক কৃষক বলেন, নিম্নবৃত্ত চাষী, ক্ষেতমজুর ভূমিহীনরা বঞ্চিত করে সবকিছুই জোতদার ও মধ্যবিত্তদের স্বার্থে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলি কাজ করছেন।

মুসলিম লীগের সভা

সংবাদদাতা অর্জ্জুনপুর : গত ৭ অক্টোবর ফরাক্কা থানার অর্জ্জুনপুরে মুসলিম লীগের একসভায় ইসলামপুরে মসজিদ ভাঙ্গা, আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় বামফ্রন্ট সরকারের চরম ব্যর্থতা, সরকারী ও বেসরকারী চাকুরীতে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নৈরাশ্য-জনক প্রতিনিধিত্ব, মুসলিম শরিয়ত আইনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, ভারতব্যাপী পৌনঃপুনিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি অভিযোগ এনে তার প্রতিবাদ জানানো হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন দলের স্থানীয় কমিটির সভাপতি মৌলভী হরমুজ আলী ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইসরাইল।

বিড়ি যুক্ত সংগ্রাম কমিটির সভা

ধুলিয়ান : গত ২৮ সেপ্টেম্বর বিড়ি শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক কর্মচারীদের ন্যূনতম মজুরী আইন ও বিড়ি সিগার এ্যাক্ট কার্যকরী করার দাবীতে বিড়ি যুক্ত সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে একটি বিশাল পথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যুক্ত সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দ তথা ইউ টি ইউ সির (লেনিন সরণী) নেতা আবদুস সইদ অভিযোগ করেন আজ দেশে প্রতিটি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম আকাশ ছোঁয়া। অন্যান্য শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক—কর্মচারীদের কয়েক দফা বেতন ও দুর্মূল্য ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু বিড়ি শ্রমিক কর্মচারীদের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। ফলে জঙ্গিপুর মহকুমার প্রায় তিন লক্ষাধিক বিড়ি শ্রমিক আজ দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত। অথচ বিড়ি মালিকদের লাভের অঙ্ক ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। অন্যদিকে সি আই টি ইউ যুক্ত সংগ্রাম কমিটির প্ল্যাটফরম থেকে সরে গিয়ে শ্রমিকদের ঐক্য ভেঙ্গে দিয়ে মালিক শ্রেণীকে তুষ্ট রাখতে ব্যস্ত। অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে টি ইউ সি সি নেতা ইউসুফ হোসেনও ভাষণ দেন।

নূতন শ্রমিক ইউনিয়ন

ধুলিয়ান : গত ১০ ও ১১ অক্টোবর ধুলিয়ান শাখা ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে ধুলিয়ান কুলি মজদুর সংঘ এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্বে সমসেরগঞ্জ থানা বিড়ি বাহক ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে। বিজেপির ইউনিয়নটি ৯ জন সদস্য বিশিষ্ট এবং এর সভাপতি হয়েছেন ষ্টীচরণ ঘোষ। ফরওয়ার্ড ব্লকের ইউনিয়নটিতে ১৫ জনকে নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর সম্পাদক নির্ব্বাচিত হয়েছেন নজরুল ইসলাম। প্রকাশ থাকে যে, বিড়ি বাহক ইউনিয়নটি এতদিন সি পি এমের হাতে ছিল। এবার তা তাদের হাত ছাড়া হল।

সাঁতার প্রতিযোগিতা

ফরাক্কা : সম্প্রাত সুবার মেমোরিয়াল সন্তরণ প্রতিযোগিতা ধুলিয়ান শহীদ নলিনী ভ্রাতৃ সংঘের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। ফরাক্কা ফিডার ক্যানেলের বল্লালপুর থেকে পুঁঠিমারী পর্যন্ত ১২ কিলোমিটার দূরত্বে এই সাঁতার প্রতিযোগিতায় ২২ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন জিয়াগঞ্জ অমর ক্লাবের মিলন ভৌমিক, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানের অধিকারী হন জিয়াগঞ্জ ইয়ুথ সুইমিং ক্লাবের তপন সরকার ও উজ্জ্বল দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাধিপতি নির্ম্মল মুখোপাধ্যায় এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডি, এন কলেজের অধ্যক্ষ অনিল গুহ ও ধুলিয়ান পৌরসভার চেয়ারম্যান অমিয় রায়।

খেলার খবর

সাগরদিঘী : গত ৭ অক্টোবর উলাডাঙ্গ নেতাজী সংঘের উদ্যোগে ও পরিচালনায় ১৯৭৫-৭৬ ও ১৯৮৩ সালের বকেয়া ফুটবল খেলার ফাইন্যালে গৌরীপুর সমাজ কল্যাণ সমিতি ১-০ গোলে বালিয়া নেতাজী সংঘকে পরাজিত করে ৺বিহারীলাল স্মৃতিশীল্ড ও রাধিকানাথ স্মৃতি শীল্ড এবং ব্রাহ্মণপাড়া ভারতী পাঠাগার তেঘরীপাড়া মিনার সংঘকে ২-০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে আবদুল আলম স্মৃতিশীল্ড ও আবদুল খালেক স্মৃতিশীল্ড অর্জ্জন করে। খেলাতে গ্রামবাসীদের আচরণ ও রেফারীর দুর্বলতা অনেক সময়ই বিঘ্নতার সৃষ্টি করে।

ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেন্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।

একমাত্র পরিবেশক :—

এম, এল, মুন্দ্রা

পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ

(বন্ধু সমিতি ক্লাবের পাশে)

হেড অফিস : সাহেববাজার, জঙ্গিপুর

পানে ও আপ্যায়নে

চা ঘরের চা

রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

ফোন—৩২

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD.
(A Government of India Enterprise)
FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT

Sealed tenders are invited from experienced and registered contractors of NTPC/CPWD/RAILWAY/WBSEB and public sector undertakings for the following works. Tender documents can be had in person on showing the registration and credentials from the Office of the undersigned during working hours of date mentioned for sale of documents on payment of cost of tender document for the works. Tenderers desiring documents by post should send Rs. 20/- (Rupees twenty) only extra for the work either by I. P. O. payable at post office, Khejuriaghat or demand draft in favour of 'National Thermal Power Corporation Ltd.', payable on State Bank of India at Farakka along with a copy of registration and credentials.

The tender documents will be on sale from 20. 10. 84 to 5. 11. 84 from 9-00 hrs. to 12-00 hrs. and 14-30 hrs to 16-00 hrs. Tenders will be received upto the tender opening date & time as indicated below and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives.

Sl. No.	Name of work	Approx value/ Completion period (in lakhs)	E. M. D./ Cost of paper (in Rs)	Date & time of opening
1.	Construction of Road in Switchyard area at plant site of FSTPP. N. I. T. No. FS : 42 : CS : 762(I)/T-68/84.	6·40 3 months	12,800/- 50/-	6. 11. 84 at 11 a. m.
2.	Construction of Pucca drain & Hume pipe in Switchyard area of FSTPP. N. I. T. No. FS : 42 : CS : 762(II)/T-69/84.	7.0 3 months	14,000/- 50/-	6. 11. 84 at 11 a. m.
3.	Supply and filling of Gravels in Switchyard area at plant site of FSTPP.			
	For Part-I	13·16 6 months	26,320/- 100/-	7. 11. 84 at 11 a. m.
	For Part-II	13·16 6 months	26,320/- 100/-	7. 11. 84 at 11 a. m.
	N. I. T. No FS : 42 : CS : 762 III)/T-70/84.			
4.	Security fencing around Switchyard area at plant site of FSTPP. N. I. T. No. FS : 42 : CS : 762(IV)/T-71/84.	5·60 6 months	11,200/- 50/-	7 11. 84 at 11 a. m.

TERMS AND CONDITIONS

1. Proof of registration, latest tax clearance certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining forms and should be submitted alongwith the tenders.
2. Interested parties are advised to visit the site to familiarise the site conditions.
3. Tender received late and/or without Earnest money will not be entertained. Adjustment of Earnest Money against Running Account Bill is not acceptable and Earnest Money to be submitted in any of the acceptable forms as mentioned in the tender paper. Tenderers Registered with any other project of N. T. P. C. are not exempted from depositing EMD. All the tenders must be accompanied by requisite Earnest money in prescribed form 'Earnest Money of......................enclosed should be clearly be written on the top of the Envelope containing tender paper failing which the tender(s) may not be opened and will be returned to the tenderer(s).
4. N. T. P. C. takes no responsibilities for delay or non-receipt of tender documents sent by post.

Dy. Manager (Contracts)
Farakka Super Thermal Power Project.
(N. T. P. C.)
P.O. Nabarun, Dt. Murshidabad : West Bengal
Pin—742239

মহিলা কংগ্রেসের সভা

ফরাক্কা : গত ১২ অক্টোবর ফরাক্কা ব্লক মহিলা কংগ্রেস (ই) এর ডাকে এক জনসভা স্থানীয় নেতাজী ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কংগ্রেস (ই) এর সম্পাদিকা গোপা সেনগুপ্তা। প্রধান অতিথি ছিলেন আই এন টি ইউ সি ওমেন্স ইয়ংস-এর সম্পাদিকা বেলা রায়। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে জেলা ছাত্র পরিষদের সম্পাদক প্রবীর কুণ্ডু বামফ্রন্ট সরকারের ভ্রান্ত শিক্ষানীতি এবং বর্ত্তমান আইন শৃঙ্খলার অবনতির উপর বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ কংগ্রেস কর্মী চিত্তরঞ্জন মিশ্র। সভায় মহিলাদের স্বার্থে খাদি গ্রামীণ কুটির শিল্প সেলাই ট্রেনিং স্কুল, কারিগরী বিদ্যালয়, সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র এবং নার্সিং ও মিড ওয়াইফ ট্রেনিং সেণ্টার স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

রহস্যজনক চুরি,

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এলাকার গ্রাম্য হাতুরে ডাক্তার ও সাধারণ মানুষকেও হাটে বাজারে হাসপাতালের বিভিন্ন ট্যাবলেট ও ক্যাপসুল বিক্রী করতে দেখা যাচ্ছে। স্থানীয় জনগণ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বার বার জানালেও কোন প্রতিকার হয়নি।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেণ্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

রোগ-পোকা দমন প্রশিক্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ভারত-জার্মাণ সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের কৃষিবিদ্ সুধাংশুশেখর মণ্ডল সাগরদীঘি ব্লকের ব্রাহ্মণীগ্রাম জুনিয়র বেসিক স্কুলে সম্প্রতি আমন ধানে রোগ-পোকা দমন বিষয়ে এক কৃষক আলোচনা চক্রের আয়োজন করেন। ব্লকের কৃষি উন্নয়ন অফিসার সেখ নজরুল ইসলাম আমন ধানে মাজরী পোকা দমনে এবং ভেঁপু পাতাকাটা ও ঝাঝরা পোকা দমনে বিভিন্ন কীটনাশক প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করেন। এছাড়া রোগ দমনে ধসা, ঝলসা, টুংরো, ভাইরাস, পাকী লাগা ক্ষেত্রে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সংস্থার জেলা কৃষিবিদ্ পরেশচন্দ্র মণ্ডল বলেন, বেশি কীটনাশক প্রয়োগ করলে আবহাওয়াদূষণ হতে পারে এবং উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। সেইজন্য তিনি ক্রপ রোটেশন তথ্য তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন, জমিতে প্রথমে ধঞ্চে কলাই চাষ করে ভেঙ্গে দিয়ে ধান রোয়া নিরীক্ষণ, পোকা দিয়ে পোকা দমন, যান্ত্রিক উপায়, রাতে আগুন জেলে পোকা মারা, বীজ শোধন, সুষম সার প্রয়োগ, নিম খইল জমিতে প্রয়োগ করতে বলেন। কৃষিবিদ্ শ্যাম লাল যাদব সরষে, গম চাষের প্রারম্ভিক পদ্ধতি ও সার প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করেন।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

এ সি সি
আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে
আসল এ সি সি সিমেণ্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ
মেমো ছাড়া সিমেণ্ট ক্রয় করিবেন না।
নকল সিমেণ্ট হইতে সতর্ক থাকুন!
ষ্টকিষ্ট : দীপককুমার আরুকিয়া
রঘুনাথগঞ্জ
C/o. পাতিয়া আগরওয়ালা
ফোন : রঘু ৩৩
জনপ্রিয় "রাকেশ" ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের
জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার
এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

দীপাবলী উৎসবে মহকুমাবাসীর সমৃদ্ধি কামনা করি :
বিবেকানন্দ রেশম খাদি গ্রামোদ্যোগ সংঘ
হেড অফিস : পিয়ারাপুর, পোঃ সম্মতিনগর, মুর্শিদাবাদ
ফোন : জঙ্গিপুর ৩৭
ব্রাঞ্চ : ফুলতলা, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
খাদিতে বিশেষ রিবেট ঃ ৩০%

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর প্লাইজ ব্রেড
মিরাপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।